যুগান্তর

তারিখ ..20 NOV 2016......
পৃষ্ঠা ...১৬ কলাম.... ৫ ......

লৌহজংয়ে ট্রলারে করে পদ্মা নদী পার হচ্ছে শিক্ষার্থীরা

যুগান্তর

লৌহজংয়ে ২ হাজার শিক্ষার্থীর ঝুঁকি নিয়ে পারাপার

লৌহজং প্রতিনিধি

লৌহজংয়ের পদ্মার চরের ১৫টি গ্রামের প্রায় ২ হাজার শিক্ষার্থী প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খেয়া নৌকায় ও ট্রলারযোগে পদ্মা নদী পাড়ি দিয়ে শিক্ষাযুদ্ধে অংশ নিচ্ছে ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এর মধ্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, দুটি উচ্চ বিদ্যালয় ও ৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চরাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করছে। পদ্মার চরের ১৪-১৫ কিলোমিটার দুর্গম পথ হেঁটে মাঝ চরে একটি খাল পার হয়ে তারপর পদ্মা নদী পাড়ি দিয়ে আসতে হয় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ছুটি শেষে শিক্ষার্থীদের সন্ধ্যার পর আবার কখনও অনেক রাতে ফিরতে হয় বাড়িতে। উপজেলার উত্তর দিঘলী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থী পাটুলির চরের মো. হানিফ জানায়, ভোর ৬টায় ঘুম থেকে উঠে কোনোরকম কিছু খেয়ে অথবা না খেয়ে স্কুলে আসার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়ে মাঝ চরের খালের মধ্যে একটি খেয়া পার হয়ে আবার পদ্মা নদীর আরেকটি খেয়া পাড়ি দিয়ে স্কুলে আসতে হয় প্রতিদিন। স্কুল ছুটি শেষে বাড়ি ফেরার পথে একটি খেয়া মিস করলে বাড়ি ফিরতে কখনও সন্ধ্যা অথবা রাত হয়। এভাবেই পদ্মার চরের শিক্ষার্থীদের জীবনের ঝুঁকি আর ঝড়-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে শিক্ষাযুদ্ধে অংশ নিতে আসতে হচ্ছে উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যাপীঠে।

লৌহজং বালিকা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থী নয়ন আক্তার জানায়, পদ্মার চরের দোয়াল্লির চর গ্রাম থেকে রাস্তাঘাট তেমন না থাকায় চরের কাশবনের ভেতর দিয়ে হেঁটে পদ্মা নদীর পাড় থেকে খেয়া নৌকার জন্য দীর্ঘসময় অপেক্ষা করতে হয়। খেয়া পার হয়ে স্কুলে যেতে আবার অটোরিকশা অথবা নসিমন, করিমনের অপেক্ষা করতে হয়। কখনও আবহাওয়া খারাপ থাকলে আর স্কুলে আসা হয় না। খুব ভোরে বাড়ি থেকে আসার কারণে অনেক সময় সকালের নাস্তা খাওয়া হয় না। দুপুরের টিফিন সঙ্গে আনতে হয়। তাই নদীর ওপর একটি ব্রিজ হলে আমাদের স্কুলে আসা খুব সহজ হতো। পদ্মার চরের ১৫টি গ্রামের মধ্যে গত বছর জাপানের একটি সংগঠন ওই দেশে কর্মরত কিছু বাংলাদেশী যুবকের সহযোগিতায় গড়ে ওঠে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এছাড়া কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এসব চর এলাকায় গড়ে ওঠেনি। লৌহজংয়ের ঘোড়াদৌড় বাজারে পদ্মা নদী সংলগ্ন উত্তর দিঘলী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুর রাজ্জাক মৃধা জানান, এই বিদ্যালয়ের ৯শ' শিক্ষার্থীর মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থীই চর এলাকার। এসব কোমলমতি শিক্ষার্থীর চর এলাকা থেকে খুব কষ্ট স্বীকার করে স্কুলগুলোতে আসতে হয়। অনেক সময় খেয়া নৌকা ডুবে তাদের কাপড়চোপড় ভিজে যায়, বই-খাতা নষ্ট হয়। জীবনের ঝুঁকি আর প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের প্রতিদিন স্কুলে আসতে হচ্ছে। চরে এমন সব দুর্গম এলাকা রয়েছে যেখান থেকে বর্ষা মৌসুমে স্কুলে আসা খুব কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। তাই বর্ষা মৌসুমে অনেক শিশু ইচ্ছে থাকলেও বিদ্যালয়ে আসতে পারে না।